গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন, ৫ম তলা, আগারগাঁও, ঢাকা
www.moict.gov.bd

স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১৩৫ তাং-০৪.১১.২০১৩খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদানের জন্য আবেদন আহবান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য শুধুমাত্র অনলাইনে (On line) আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

২। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অনুদান প্রদান করা হবে:

ক) দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও জনসেবা প্রদানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য।
খ) উদ্ভাবনী কাজের প্রণোদনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য।

৩। অনুদান প্রদানের নীতিমালাসহ আবেদনপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের Website: www.moict.gov.bd মাধ্যমে আগামী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে পাওয়া যাবে।

৪। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে হবে। উক্ত সময়ের পরেও সারা বছর ব্যাপী অনলাইনে আবেদন করা যাবে তবে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ এর পরে কোন আবেদন পাওয়া গেলে তা একই অর্থবছরে পরবর্তী রাউন্ডে বিবেচনা করা হবে। নীতিমালার সথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

৫। যোগ্যতা ও প্রস্তাবের মান বিবেচনা করে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হবে। যে কোন রকম তদবির/ব্যক্তিগত যোগাযোগ অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

৬। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এ বিজ্ঞপ্তি বাতিল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখে।

০৪/১১/১৩

(মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮১৮১১৯৬
ই-মেইলঃ murad.ahsan@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন, ৫ম তলা, আগারগাঁও, ঢাকা
www.moict.gov.bd

স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১৩৪ তাং-০৪.১১.২০১৩খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে মাস্টার্স/এমফিল/ডক্টরাল/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত আহবান।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ফেলোশিপ প্রদানের জন্য দেশে/বিদেশে স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে মাস্টার্স/এমফিল/ডক্টরাল/পোষ্ট ডক্টরাল কোর্সে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের নিকট হতে শুধুমাত্র অনলাইনে (On Line) দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

২। ফেলোশিপ নীতিমালাসহ আবেদনপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের website: www.moict.gov.bd মাধ্যমে আগামী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে পাওয়া যাবে।

৩। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে হবে। উক্ত সময়ের পরেও সারা বছর ব্যাপী অনলাইনে আবেদন করা যাবে তবে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ এর পরে কোন আবেদন পাওয়া গেলে তা একই অর্থবছরে পরবর্তী রাউন্ডে বিবেচনা করা হবে। নীতিমালার সথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

৪। যোগ্যতা ও প্রস্তাবের মান বিবেচনা করে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। যে কোন রকম তদবির/ব্যক্তিগত যোগাযোগ অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এ বিজ্ঞপ্তি বাতিল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখে।

০৪১১২০১৩

(মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮১৮১১৯৬
ই-মেইলঃ murad.ahsan@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
(আইসিটি-২ শাখা)

নথি নং- ৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩ (অংশ-১)- ১৩৩ তারিখঃ ০৩.১১.২০১৩খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

সরকার "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩" অনুমোদন করেছে। ইহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরযুক্ত অনুমোদিত নীতিমালা ০৯ (নয়) পৃষ্ঠা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

০৩/১১/২০১৩

(মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮১৮১১৯৬ (অফিস)
মোবাইলঃ ০১৮.১৯০৩৪২৪১
ই-মেইলঃ murad.ahsan@gmail.com

নথি নং- ৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩ (অংশ-১)- ১৩৩ তারিখঃ ০৩.১১.২০১৩খ্রি.

বিতরণ (জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা (সকল সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

২। সচিব/সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সকল কর্মকর্তা ও অধীনস্থ সংস্থায় বিতরণের অনুরোধসহ)।

৩। উপাচার্য,..... বিশ্ববিদ্যালয় . ..., (সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে বিতরণের অনুরোধসহ)

৪। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের অনুরোধসহ)।

৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিতরণের অনুরোধসহ)।

৬। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৭। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা, (গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ ও উক্ত গেজেটের ১,০০০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা (সকল কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৯। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা (সকল কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১০। যুগ্ম-সচিব (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১১। বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১২। নিয়ন্ত্রক, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা (সকল কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১৩। জেলা প্রশাসক,..... (জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সকল সরকারি কর্মকর্তাকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

১৪। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৭। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৮। সম্পাদক, দৈনিক ...../ The Daily ..... (আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি/রিপোর্ট আকারে নীতিমালাটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১৯। বার্তা সম্পাদক, ...।

<u>সদয় অবগতির জন্যঃ</u>

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। অফিস কপি।

০৩/১১/২০১৩

(মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ব্যাঙ্কডক ভবন, ই-১৪/ ওয়াই, আগারগাঁও, ঢাকা
www.moict.gov.bd

স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১২৯ তারিখ: ২১.১০.২০১৩খ্রি.

বিষয়ঃ **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩।**

বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাঁইয়া দেওয়া, শিক্ষার মান উন্নত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইবার জন্য সরকার দেশের আইসিটি খাতে গবেষণা ও শিক্ষায় প্রণোদনা প্রদান করিবার লক্ষ্যে ফেলোশিপ ও বৃত্তি চালু করিয়াছে। সেই সাথে সরকার আইসিটি খাতে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করিবার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করিল।

১.০. এই নীতিমালা **"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩"** নামে অভিহিত হইবে। এই নীতিমালার ০২ (দুই) টি অংশ থাকিবে। ১ম অংশ গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি বিষয়ক এবং ২য় অংশ উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান বিষয়ক।

২.০. উদ্দেশ্যাবলী:
২.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি;
২.২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান;
২.৩. স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান;
২.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং জনসেবায় ব্যবহার ও প্রচার; এবং
২.৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে প্রণোদনা প্রদান।

১ম অংশ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

৩.০ ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

৩.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপনা প্রদান করিবেন। প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনার মূল্যায়নের জন্য সরকার একটি মূল্যায়ন কমিটি (১১.০. এর গ অংশে বর্ণিত) গঠন করিবে। মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শক্রমে সরকার ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হইলে অথবা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করিতে পারিবে। তাহাছাড়া গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে তথ্য ও

২১/১০/১৩
মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং ইহাতে গবেষণা সমাপ্ত করিয়াছেন এইরূপ গবেষকগণ এবং গবেষণা করিতেছেন এইরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করিবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির (অনুচ্ছেদ ১১.০ এর ক ও খ অংশে বর্ণিত) মাধ্যমে গবেষক বাছাই করিবে।

৩.২. বিদেশে ফেলোশিপ ও বৃত্তির সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগের বেশী হইবে না।

৩.৩. দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ফেলোশিপের হার প্রতি অর্থ বৎসরে যৌক্তিক ভাবে পুননির্ধারণ করা হইবে।

৩.৪. অগ্রাধিকার: ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিএইচডি ক্যাটাগরির ফেলোদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৪.০. <u>ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ</u>:

৪.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ফেলোশিপ দেওয়া হইবে:

কম্পিউটার কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সফটওয়্যার বিজ্ঞান বা কৌশল, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইনফরমেশন সিস্টেমস, প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ইনফরমেশন আসিউরেন্স, ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ, ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি, ই-কমার্স, যোগাযোগ কৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ কৌশল।

৪.২. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ সময়ে সময়ে বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করা হইবে । ফেলো নির্বাচনের সময় জাতীয় প্রয়োজন, উৎপাদনশীল ক্ষেত্র এবং ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিকের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

৫.০. <u>মাস্টার্স/ এম ফিল ফেলোশিপ:</u>

৫.১. মাসিক ভাতার হার: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ হিসাবে, প্রথম বৎসর মাসিক- ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং ২য় বৎসর মাসিক- ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে।

৫.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করিয়া আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্য কোন উৎস হইতে সংস্থান করিতে পারিবেন।

৫.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ: মাস্টার্স/ এম ফিল এর ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন- ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাইবে।

৫.৪. থিসিস সুপারভাইজর/তত্ত্বাবধায়কের ভাতা: মাস্টার্স/এম ফিল থিসিস তত্ত্বাবধায়কের জন্য এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হইবে।
৫.৫. মেয়াদ: মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর হইবে।

৫.৬. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা: অন্য কোন সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার

২২.১০.২৩

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শুধুমাত্র থিসিস (Thesis) গ্রুপে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত থাকিলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপ এর জন্য তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে-সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। ই-সেবা /আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী মেধার প্রমাণ রাখিয়াছেন এই ধরনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

৫.৭. ফেলোশিপ নবায়ন: সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে। দুই বৎসর মেয়াদী এম,এস/এম,ফিল/সমমান শ্রেণীতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) ১ম বৎসরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যায়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে।

৬.০. <u>ডক্টরাল ফেলোশিপ:</u>

৬.১. মাসিক ভাতার হার: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপের আওতায় বৃত্তির পরিমাণ নিম্নরূপ:

১ম বৎসর মাসিক-৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা,
২য় বৎসর মাসিক-৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা,
৩য় বৎসর মাসিক-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং
৪র্থ বৎসর যদি সময় বর্ধিত করা হয়, তাহা হইলে [একবারে ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় বর্ধিত করা যাইবে না] মাসিক-৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা । [উল্লেখ্য স্বল্পতম সময়ে পিএইচডি শেষ করা উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে ৪র্থ বৎসরের মাসিক ভাতা কম রাখা হইয়াছে।]

৬.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে: নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.২ এর অনুরূপ।

৬.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ: পিএইচডির ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাইবে।

৬.৪. থিসিস সুপারভাইজার/তত্ত্বাবধায়কের ভাতা: ডক্টরাল থিসিস তত্ত্বাবধায়কের জন্য এককালীন - ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সম্মানী প্রদান করা হইবে।

৬.৫. মেয়াদ: ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৪ (চার) বৎসর হইবে।

৬.৬. যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ: পিএইচডি গবেষণা ফলাফল যেহেতু আন্তর্জাতিক জার্নালে ও সেমিনারে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আছে, সেহেতু পিএইচডি ফেলোগণকে এক বা একাধিক সেমিনারে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করিবার জন্য সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ হিসাবে প্রদান করা যাইতে পারে।

৬.৭. বিদেশে আংশিক অধ্যয়ন: দেশে অধ্যয়নরত কোন পিএইচডি গবেষক যদি তাহার গবেষণার কোন অংশ তাহার সুপারভাইজারের সুপারিশক্রমে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বৎসর

২২১০১০৩

মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সময়ের জন্য পূর্ণ টিউশন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স হিসাবে এওয়ার্ড কমিটি নির্ধারিত যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে।

৬.৮. আবেদনকারীর যোগ্যতা: অন্য কোন সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরুপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) পিএইচডি অধ্যয়নরত/ গবেষণারত থাকিলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ-৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। ই-সেবা/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী মেধার প্রমাণ রাখিয়াছেন এই ধরনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য থাকিবে।

৬.৯. নবায়ন: সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে। পিএইচডি ১ম বৎসরের ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাইবে। পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম দুই বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ৩য় বা ক্ষেত্রমতে সর্বোচ্চ ৪র্থ বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাইবে।

৭.০. **পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ:**

৭.১. দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোগণকে মাসিক-৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে।

৭.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার: নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.২ এর অনুরূপ।

৭.৩. ফেলোশিপের মেয়াদ: পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ (ছয়) মাস হইবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৭.৪. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা: অন্য কোন সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না,এইরুপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণারত থাকিলে তিনি এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

৭.৫. ফেলোশিপ নবায়ন: পোষ্টডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যায়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

২০.১০.১৩

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৮.০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহবান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

৮.১. আবেদন আহবান: প্রতি অর্থ বৎসরে বিধি মোতাবেক একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বৎসর ব্যাপি অনলাইনে আবেদন করা যাইবে। প্রতি বৎসর সর্বাধিক তিনবার (জুলাই, নভেম্বর ও মার্চ) বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ৪ মাসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হইতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করিবেন।

৮.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে হইবে। আবেদন ফরম ও সংযুক্তির নমুনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড অথবা সরাসরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

৯.০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

৯.১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুলিপি (সনদ ও মার্কসীট)

৯.২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ

৯.৩. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

৯.৪. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি। অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

৯.৫. সরকারী/বেসরকারী সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হইবে।

৯.৬. সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

৯.৭. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত আমন্ত্রণপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

১০.০. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১০.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,এস/এম,ফিল অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী / গবেষকদের পরবর্তী বৎসরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী।

২২.১০.২৩

মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১০.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, (v) দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা।

১০.৩. পোষ্টডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

১১.০. <u>ফেলো নির্বাচন ও ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন কমিটি</u>:

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ থাকিবে:

ক) বাছাই কমিটি:

১। যুগ্ম-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-আহবায়ক
২। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)-সদস্য
৩-৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি বৎসর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/ কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ৩ জন মনোনীত অধ্যাপক-সদস্য (কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একবার প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইলে পর্যায়ক্রমে সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় প্রতিনিধি মনোনয়ন করা যাইবে না।)
৬। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি-সদস্য
৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)-সদস্য
৮। আইসিটি অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)-সদস্য
৯। বেসিস এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি-সদস্য
১০। উপ-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়- সদস্য সচিব

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u> বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবে। কমিটি বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে। বাছাই কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

খ) এওয়ার্ড কমিটি গঠন: বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রনীত তালিকা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট এওয়ার্ড কমিটি থাকিবে;

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
৩। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪। যুগ্ম-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u>

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১। এই কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হইতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করিবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করিলে এই কমিটি কোন কেইস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করিবে।

২। এ কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোদের বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স পর্যালোচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করিবে।

৩। এই কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হইলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে বা তাহাদেরকে অন্য কোন উৎস হইতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করিবে।
৪। ফেলোশিপ নবায়ন বিষয়ে অনুমোদন করিবে।

গ) মূল্যায়ন কমিটি:

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক- আহ্বায়ক
২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল/তাঁর মনোনীত একজন পরিচালক -সদস্য
৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন যুগ্ম-সচিব -সদস্য
৪। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মনোনীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের একজন অধ্যাপক- সদস্য
৫-৭। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ৩ জন মনোনীত অধ্যাপক-সদস্য (কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একবার প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইলে পর্যায়ক্রমে সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় প্রতিনিধি মনোনয়ন করা যাইবে না।)
৮। উপ-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়- সদস্য সচিব

<u>কমিটির কার্যপরিধি:</u> মূল্যায়ন কমিটি ফেলোশিপ অথবা অনুদান প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করিবে এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ অথবা অনুদান নবায়ন অথবা প্রয়োজনে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করিবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

<u>১২.০ ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা:</u>

১২.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর ফেলোগণকে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

১২.২. <u>সমাপনী প্রতিবেদনঃ</u> ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উপস্থাপন করিবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র এর কপি মন্ত্রণালয়ে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

১২.৩. সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভাঃ ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করিবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত

২২.১০.২০

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ফেলোগণ অংশগ্রহণ করিবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

১৩.০. ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করিবেন। প্রতি অর্থ বছরে ০২ (দুই) কিস্তিতে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চেকের মাধ্যমে প্রদান করিবে। বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যায়ন পত্র দাখিল সাপেক্ষে ৬ মাসের অর্থ অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হইবে। প্রার্থী বিদেশে অবস্থান করিলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে ষান্মাসিক কিস্তি সমুহ প্রদান করা হবে।

১৪.০. বিবিধ:

১৪.১. গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলিয়া গেলে নুতন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বাবধায়ক এর নাম, পদবি, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৪.২. কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হইতে পারে। এই অবস্থায় ফেলোগণের প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহেযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকিতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফেলোগণের প্রাপ্য সম্মানী কত হইবে তাহা এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৪.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করিলে (কোন প্রতিবেদন জমা দেওয়া ব্যতিরেকে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকিবেন এবং এই মর্মে ৯.৫ অনুচ্ছেদে বর্নিত ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণায়/চুক্তিপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে।

১৪.৪. ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করিতে হইবে। অনলাইনে আবেদন করিবার ব্যবস্থা সহ আবেদনকারী/ ফেলোশিপ প্রাপ্তরা যাতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২য় অংশ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান।

১৫। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্র ও পরিমানঃ

১৫.১. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও জনসেবা প্রদানে ভূমিকা রাখিতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হইবে।

১৫.২. এ অনুদানের পরিমান সর্বনিম্ন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা হইবে।

১৫.৩. বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন এমন প্রতীয়মান হইলে বিশেষ বিবেচনায় এ অনুদানের পরিমান সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ধার্য করা যাইবে।

১৫.৪. উদ্ভাবনী কাজের প্রণোদনার লক্ষ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হইবে। তবে এই অনুদানের সর্বমোট পরিমান বাৎসরিক বিতরণযোগ্য সর্বমোট অনুদানের শতকরা ১০ ভাগের বেশি হইবে না।

২১১০২০২৩

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৬। <u>অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির উৎসঃ</u> মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটে বিশেষ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সময় সময় উন্নয়ন প্রকল্পে অনুরুপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে এ অনুদান প্রদান করা হইবে।

১৭। <u>অনুদান প্রদান পদ্ধতিঃ</u>

১৭.১. এই নীতিমালার ১১ এর (ক) (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত করা হইবে।

১৭.২. এই নীতিমালার ১১ এর (গ) এ বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হইবে।

১৭.৩. প্রতি অর্থ বৎসরে বিধি মোতাবেক একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বৎসর ব্যাপি অনলাইনে আবেদন করা যাইবে। প্রতি বৎসর সর্বাধিক তিনবার (জুলাই, নভেম্বর ও মার্চ) বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ৪ মাসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হইতে অনুদান প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাছাই করিবে।

১৭.৪. কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই অর্থ বৎসরের জন্য একাধিক আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র কিংবা দরখাস্ত জমা দেওয়া যাইবে। তবে একই ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে একই অর্থ বছরে একাধিকবার অনুদান প্রদান করা যাইবে না।

১৭.৫. ব্যক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র সহ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্যাডে নিবন্ধিত সনদপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র কিংবা দরখাস্ত জমা দিতে হইবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়ন পত্র ও নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করিতে হইবে।

১৭.৬. 'বাছাই কমিটি' বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনগুলি বাছাই ও অর্থায়নের জন্য সুপারিশসহ তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই কাজের জন্য বাছাই কমিটি প্রয়োজনে আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীর উপস্থাপনা নিতে পারিবেন। বাছাই কমিটিতে প্রস্তাবনার বিষয় ভিত্তিক কোন বিশেষজ্ঞ না থাকিলে প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

১৭.৭. 'এওয়ার্ড কমিটি' বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত তালিকা বিবেচনা করিয়া অনুদানের অর্থ প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত করিবে।

১৭.৮. এওয়ার্ড কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে অনুদানের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এককালীন প্রদান করা হইবে।

১৭.৯. অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হইলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭.১০. অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি মূল্যায়ন কমিটি ,মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটর করা হইবে এবং পরিবীক্ষণে গৃহীত/চলমান কার্যক্রম সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বাতিলপূর্বক ফেরত লওয়া হইবে।

১৮। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্ধারিত অর্থ বৎসরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে ফেরত দিতে হইবে।

১৯। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সমাপনী প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

--------------------------- × ---------------------------

২২.১০.২০২৩

মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।